পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে অনেক। শিক্ষায় বরাদ্দও বৃদ্ধি পেয়েছে। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে। তা বর্তমান সরকারের ব্যাপক উদ্যোগ। এ জন্য সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সরকার নতুন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এই নতুন শিক্ষা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অনেক পরিবর্তন আসছে। শিক্ষকরা এই নতুন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তাই শিক্ষকদের নতুন শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

সংখ্যা বা পরিমাণে শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু মানে শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে কিনা, তা নিয়ে কিছু কথা রয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণহারে জিপিএ-৫ পেয়ে যাচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাসের হার খুবই কম। এর মানে, শিক্ষার মান তেমন বাড়ছে না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গেলে দেখি শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট থাকা সত্ত্বে¡ও অনেক সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আমরা যখন এসএসসি পরীক্ষা দিতাম, তখন বিভিন্ন বই থেকে নোট করে লেখতাম। তাও ১০-এ সর্বোচ্চ ৬ পেতাম। আর এখন নোট না করে পরীক্ষায় ১০-এ ৮ পায় গণহারে। এই বিষয়গুলো দেখার সময় চলে আসছে। সংখ্যা বেড়েছে যথেষ্ট। এখন সময় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মানের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার অবস্থা একটু খেয়াল করুন-

advertisement

ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন শর্ত ছিল। শর্ত থাকাটা স্বাভাবিক। বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে বিজ্ঞান অনুষদের ‘ক’ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ১০ দশমিক ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ছিল ১০ দশমিক ৭৬ শতাংশ)। ‘খ’ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষার্থী উত্তীর্ণের হার ৯ দশমিক ৮৭ (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ছিল ১০ দশমিক ০৬ শতাংশ)।
উত্তীর্ণ
০-২১
উনিটে
তাংশ

শিক্ষার্থী (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ছিল ৯ দশমিক ৮ শতাংশ)। ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ‘ক’ ইউনিট থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে ৩ জন- ৯৫ করে। ‘খ’ ইউনিটে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৭৬ দশমিক ৫০ শতাংশ। ‘গ’ ইউনিটে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৯৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। সমন্বিত বিভাগ ‘ঘ’ ইউনিটে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর যথাক্রমে ৮৩ দশমিক ৯৫, ৮৪ ও ৭৩ দশমিক ১০ শতাংশ।

জিপিএ-৫ পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করছে না শিক্ষার্থীরা। এটি নিয়ে আলোচনা চলমান। যদিও অনেকেই মনে করেন- পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে পাসের হার কমছে, তবুও আমার মতে এটি শতভাগ সত্যি নয়। কারণ এটিই যদি হতো, তা হলে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৮৪ বা ৭৬ হতো না। কেননা যারা মেধাবী ও গুণগত মানে উত্তীর্ণ হয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে, তারা ঠিকই ভর্তি পরীক্ষায় ভালো মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ বছর সবচেয়ে শোচনীয় ফল হয়েছে মানবিক অনুষদের অধীন ‘খ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায়। এ অনুষদে পাস করেছে মাত্র ৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। বাকি ৯০ দশমিক ৪৫ শতাংশই ফেল করেছে। তা খুবই দুঃখজনক। এটি কোনোভাবেই কাম্য নয়। সর্বোচ্চ রেজাল্ট করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তারা কেন পাস নম্বর পায় না, তা আমার বোধগম্য নয়। কম শিক্ষার্থী পাস করা এবং বিভিন্ন শর্ত থাকায় অনেক বিভাগে আসন খালি রেখে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে হয়। তা সরকারি টাকার অপচয়। একই সংখ্যক শিক্ষক বা শ্রেণিকক্ষ নিয়ে যদি বেশি

তাদের
বিদ্যায়
কদের

সবার গুরুত্ব দেওয়ার সময় এখনই- যাতে আমাদের ছেলেমেয়ে সৃজনশীল মেধায় গড়ে উঠতে পারে।

প্রাথমিকসহ সব লেভেলে ভালোমানের শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন খুবই কম। তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সব পর্যায়ের শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আলাদা পে-স্কেল বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবি। শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন ছাড়া কোনো উন্নয়ন টেকসই হবে না। উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে প্রথমে শিক্ষামানের বিষয়ে নজর দিতে হবে। যদিও সরকার চেষ্টা করছে, তবুও কোথায় কোথায় সমস্যা আছে- এগুলো বের করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমরা সবাই সনদমুখী। এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শিক্ষায় জ্ঞান অর্জনকে মুখ্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে হবে। চাকরি বা সনদ অর্জনের জন্য যে শিক্ষা, তা আসলে প্রকৃত শিক্ষা নয়। আর এই কারণে সমাজে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। মনে করি, সব ক্লাস অর্থাৎ প্রথম থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে একটি সাবজেক্ট থাকা দরকার। আজ সমাজে ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, ছিনতাই ও লুটপাট বেড়েই চলছে। কারণ ছেলেমেয়ে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে না। নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

মুখস্থনির্ভর শিক্ষার যে ধারাটি আজ আমাদের দেশে বিপর্যয় ডেকে আনছে, তা এখনো থেমে থাকেনি, বরং আরও বেড়ে চলছে। যেমন- বিসিএস পরীক্ষায় অনেকটা মুখস্থনির্ভর বলে কথা রয়েছে। এখন বর্তমান শিক্ষার্থীরা অনেকেই বিসিএসমুখী। শ্রেণিকক্ষে ক্লাস নেওয়ার সময় বিসিএস গাইড পড়তে দেখা যায়। এই পেশা বেশি লোভনীয় বর্তমানে। তাই বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্ন পদ্ধতি ও পরীক্ষার ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা জরুরি। কেননা গতানুগতিক পড়াশোনা করে যাতে কেউ বিসিএস ক্যাডার না হতে পারে।

করতে

শিখন
সূচির

সমন্বয় করা। শিক্ষকদের এই বার্তা দেওয়া জরুরি যে, শ্রেণিকক্ষে শিশুদের অংশগ্রহণে সক্ষম করে তুলতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণে বাংলাদেশে কন্যাশিশুদের ওপর বড় প্রভাব পড়েছে। বাল্যবিয়ের হার বেড়ে গেছে। তাই এ বিষয়ে সরকারকে কাজ করতে হবে- কীভাবে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনা যায়।

অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। তাদেরও স্কুলে ফেরত আনতে হবে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বোঝাতে হবে- যাতে তারা অনুপ্রেরণা পান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ছেলেমেয়েকে পাঠাতে। এ ক্ষেত্রে মানুষ যাতে সাড়া দেয় এবং বিশেষ করে কন্যাশিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা যায়, এ বিষয়ে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ কন্যাশিশুরা বেশি ঝরে পড়েছে পড়াশোনা থেকে। মূলত ভালো গ্রেড অর্জনকে গুরুত্ব না দিয়ে শ্রেণি শিক্ষা কার্যক্রমে আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারকে গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

ড. শফিকুল ইসলাম : সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার** প্রকাশক : **এস. এম. বকস কল্লোল**
১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১
বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪
ই-মেইল
: news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

আমাদের সময়

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০২২
Privacy Policy